অভাবের শ্রেণীবিভাগ

ন্যায়-বৈশেষিক মতে অভাব দুই প্রকার –সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব।এই সংসর্গাভাব আবার তিন প্রকার- প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব।

'ঘটে জল নেই','ভূতলে ঘট নেই' ইত্যাদি বাক্য সংসর্গাভাবের প্রকাশক। প্রতিযোগীর সংসর্গ বিরোধী অভাবই হল সংসর্গাভাব।যার অভাব তাকে বলে প্রতিযোগী।সংসর্গাভাব যেখানে থাকে সেখানে তার প্রতিযোগী থাকেনা।যেমন ঘটের উতপত্তি হওয়ার আগে মৃত্তিকাতে ঘটের অভাব সংসর্গাভাব।যতক্ষণ ঘটের অভাব থাকে ততক্ষণ সেই অধিকরণে ঘট প্রতিযোগীর সংসর্গ থাকে না।

সংসর্গাভাব 'ঘট পট নয়' এই ধরণের বাক্য অন্যোন্যাভাবের প্রকাশক।এক্ষেত্রে যা নিষিদ্ধ হচ্ছে তা হল ঘটের সাথে পটের তাদাত্ম্য। আবার নব্য নৈয়ায়িকদের মতে এক্ষেত্রে যা নিষিদ্ধ হচ্ছে তা ঘট ও পটের তাদাত্ম্য নয়, নিষেধের বিষয় পট।কিন্তু পট নিষিদ্ধ হচ্ছে ঘটে তাদত্ম্য সম্বন্ধে।

অন্যোন্যাভাব নিত্য। ঘটে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে পটের যে অভাব তা চিরকালীন।এমনকি ঘট ও পট বিনষ্ট হয়ে গেলেও এই ভেদ থাকবে।

সংসর্গাভাবের ক্ষেত্রে প্রতিযোগী কখনই তাদাত্ম্য সম্বন্ধে নিষিদ্ধ হয় না।সংসর্গাভাব কখনো নিত্য, কখনো অনিত্য হয়। যেমন প্রাগাভাব ও ধ্বংসাভাব অনিত্য, আবার অত্যন্তাভাব নিত্য।

প্রাগাভাব কোন বস্তুর উতপত্তির পূর্বে তার উপাদান কারণে ঐ কার্যের যে অভাব তাকে বলা হয় ঐ কার্যের প্রাগাভাব। যেমন একটি বস্ত্রের উতপত্তির আগে তন্তুতে যে বস্ত্রের অভাব তা হল বস্ত্রের প্রাগভাব।

প্রাগভাবকে উতপত্তির কারণ বলে ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকেরা তাঁদের অসতকার্যবাদকেও প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। সতকার্যবাদী সাংখ্য দার্শনিকেরা মনে করেন যে উতপত্তির পূর্বে উপাদান কারণে কার্য প্রচ্ছন্ন ভাবে উপস্থিত থাকে।কিন্তু অসদকার্যবাদীদের মতে উতপত্তির পূর্বে উপাদান কারণে কার্যের অভাব থাকে।কার্য নতুন সৃষ্টি।

প্রাগভাবের আদি নেই, কিন্তু অন্ত আছে।তন্তুতে বস্ত্রের প্রাগভাব কখন শুরু হয়েছে বলা যায় না,এটি অনাদি।কিন্তু বস্ত্র উতপাদিত হলে আর তার প্রাগভাব

থাকেনা।তাই প্রাগভাব সান্ত। অন্নমভট্ট প্রাগভাবের লক্ষণ দিয়েছেন "অনাদিঃসান্তঃপ্রাগভাবঃ।" সুতরাং প্রাগভাব অনিত্য।

ন্যায়া বৈশেষিক দার্শনিকেরা প্রাগভাবকে কার্যের উতপত্তির কারণ বলে স্বীকার করেছেন।কারণ প্রাগভাব সব কার্যের প্রতি নিয়ত পূর্ববর্তিসম্পন্ন ও অনন্যথাসিদ্ধ।

প্রধ্বংসাভাব কোন বস্তুর উতপত্তির পরে তার যদি ধ্বংস হয়,তখন ঐ বস্তুর অধিকরণে যে অভাব থাকে তাকে বলা হয় প্রধ্বংসাভাব বা ধ্বংসাভাব।যেমন ঘটটি উতপত্তির পরে হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে গেলে ঘটের উপাদান কারণে যে অভাব সৃষ্টি হয় তাকে বলে ধ্বংসাভাব। প্রাগভাব যেমন প্রতিযোগীর জনক, ধ্বংসাভাব তেমন প্রতিযোগী থেকে উতপন্ন।অর্থাত ঘটের ধ্বংসের অন্যতম কারণ হল ধ্বংসাভাবের প্রতিযোগী ঘট।

ধ্বংসাভাবের উতপত্তি আছে, কিন্তু অন্ত বা শেষ নেই।ঘটের ধ্বংস হলে সেই ঘট আর উতপন্ন হতে পারে না। কারণ সেই ঘটটিকেই আবার উতপন্ন হতে হলে যে সব কারণের দ্বারা পূর্বের ঘটটি উতপন্ন হয়েছিল, সেই সব কারণকেই উপস্থিত হতে হবে, যা কখনোই সম্ভব নয়।সেজন্য ধ্বংসাভাবকে বলা হয়েছে সাদি এবং অনন্ত।

ধ্বংসভাব অনন্ত হলেও তা অনিত্য, যেহেতু তা উতপন্ন হয়।প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাব পরস্পর বিপরীত।প্রাগভাব বিনাশী,কিন্তু ধ্বংসাভাব অবিনাশী।প্রাগভাব অনাদি, অপরপক্ষে ধ্বংসাভাবের উতপত্তি আছে।প্রাগভাব কারণ, কিন্তু ধ্বংসাভাব জন্য অর্থাৎ কার্য।

অত্যন্তাভাব যে সংসর্গাভাব নিত্য, তাকে বলা হয় অত্যন্তাভাব।যেমন বায়ুতে রূপের অভাব।বায়ুতে কখনোই রূপ নেই,অতীতেও ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকবে না।এই অভাব ত্রিকালেই থাকে।এর উতপত্তিও নেই, বিনাশও নেই।তাই তা নিত্য।

প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাবের প্রতিযোগী অসত, কিন্তু অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী সত।অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী নানা স্থলে নানা সম্বন্ধে থাকে।অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ তাদাত্ম্য ভিন্ন যে কোন সম্বন্ধই হতে পারে।

অভাবের জ্ঞান কিভাবে হয়? ন্যায়-বৈশেষিক মতে প্রত্যক্ষের সাহায্যেই অভাবের জ্ঞান হয়।এক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের সাথে অভাবের বিশেষ্য-বিশেষণতা সন্নিকর্ষ হয়।

ভাট্ট মীমাংসক এবং অদ্বৈত বেদান্তীরা মনে করেন প্রত্যক্ষের দ্বারা ভাব পদার্থের জ্ঞান হয়,অভাবের জ্ঞান হয় না।অভাবের প্রমাণ অনুপলব্ধি।অনুপলব্ধির অর্থ হল উপলব্ধির অভাব।চক্ষু প্রভৃতি যাবতীয় কারণ থাকা সত্ত্বেও যদি ঘটের প্রত্যক্ষ না হয় তবে তাকে বলে যোগ্যানুপলব্ধি।এই যোগ্যানুপলব্ধির দ্বারাই অভাব সিদ্ধ হয়।

নৈয়ায়িকেরা এই মত স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে প্রত্যক্ষের দ্বারাই অভাবের জ্ঞান সম্ভব, অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকারের প্রয়োজন নেই।অনুপলব্ধি সহকৃত প্রত্যক্ষের দ্বারাই অভাবের জ্ঞান হয়।